ফতোয়াবাজ বধ

এরকম একটা নিবন্ধ লিখতে হবে ভাবিনি। হাসিও পায়, দুঃখ তো লাগেই।

তেমাথা বা চৌরাস্তা আমরা সবাই জানি, ওগুলোতে তিন-চার দিক থেকে আসাও যায় আবার যাওয়াও যায় তিন-চারদিকে। দুনিয়া জানেই না এর বিশ্ব-রেকর্ড আছে বাংলাদেশের বগুড়া শহরে, সাতমাথা। সাত সাতটা প্রধান রাস্তা এসে মিলেছে এক মোড়ে। সর্বক্ষন ভীড়, রেষ্টুরেন্টের লারেলাপ্পা সংগীত আর অজস্র পানের পিক। ওখানে আপনি সাত দিক দিয়ে আসতেও পারেন, বেরিয়ে যেতেও পারেন।

কিন্তু আমরা বেরোব কোন দিক দিয়ে, ত্রাস-সন্ত্রাসের শতমাথা থেকে?

সন্ত্রাস বেরোবার পথ খুঁজে মাথা ঘামায় সাধারণ ত্রস্ত মানুষ। হোক সে নিছক কল্পনা, হোক সে কখনো উদ্ভট অবাস্তব, কিন্তু ওর ভেতর দিয়েই প্রকাশ পায় জাতির মুক্তির জন্য তার নিঃস্বার্থ উদ্বেগ, তার অসহ আকুলতা। ঘর্মাক্ত মাথা থেকে নানা রকম দাওয়াই বের হয়। ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এরকমই এক দাওয়াইয়ের কথা বলেছেন সেই শতকোটির একজন, যাঁরা নজরুলের মত দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছেন।

তাঁর কথা হল, তাঁরই ভাষায়, ওই শালাদেরও মুরতাদ ঘোষনা করতে হবে, যারা নির্বিঘ্নে জাতির ধীশক্তিকে মুরতাদ ঘোষনা করছে একের পর এক। তাঁদের জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতা যাদের নেই তারা ওঁদের খুনের ঘোষণা দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠে পা রাখেনি যারা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস নিয়ে হুংকার দেয়। ওই শালাদেরও মাথার দাম ঘোষণা করতে হবে, এবং সত্যি সত্যিই টাকাটা আলাদা করে রাখতে হবে। দরকার হলে খুনী ভাড়া করতে হবে। এবং এ কাজে কেউ "সফল" হলে সবাইকে জানিয়ে তাকে সত্যি টাকাটা দিতে হবে। ধড় থেকে একটা মাথা নামলেই নাকি বাকীগুলো একাত্তরের মত লেজ গুটিয়ে সুড়সুড় করে পালাবে। বললেন, ইন্টারনেট তাঁর বিশেষ আসে না, আমিই যেন কথাটা আকাশে বাতাসে চাউর করি। তাঁর কামাই বেশী নয় কিন্তু হালাল, সেখান থেকে তিনি ফতয়াবাজ-হালাক করার অন্ততঃ প্রথম কিস্তিটা দেবেন।

মেরুদন্ডের ভেতরে ঠান্ডা একটা সাপের বাচ্চা শিরশির করে হেঁটে গেল। রাজনৈতিক ইসলামের বিরুদ্ধে আমি দুর্মুখ ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, কিন্তু এ যে দেখছি আরও এক কাঠি দড়। আমি চালাই কলম, এ যে দেখছি বল্লম চালাতে চায়। যে রকম চোখ-মুখ দেখলাম, এ লোক দেশে থাকলে খুন-খারাপী করে ফাঁসী যেত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হল, পাল্টা সন্ত্রাস ছাড়া সত্যিই কি আর কোনই উপায় নেই জাতির ধী-কে জল্লাদের হাত থেকে বাঁচানোর?

কোন কিছু নিজের মাথায় না কুলোলে বিশ্বস্ত কিছু লোকের পরামর্শ নেবার অভ্যেস আমার আজন্ম। প্রস্তাবটা বাস্তবে প্রয়োগ না করলেও এর ত্বাত্ত্বিক মূল্যায়নের জন্য তাই কথা বললাম বেছে নেয়া দশজনের সাথে যাঁরা শক্ত রকমের জামাত-বিরোধী, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর আমার আস্থা আছে। তিন জন চট করে রাজী হয়ে গেলেন। দু'জন একটু থেমে কথাটা হজম করলেন, তারপর বললেন - এ মহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না, ভেবে দেখতে হবে। আর বাকী পাঁচ জন শিউরে উঠে কম্পিত কন্ঠে হৈ হৈ করে উঠলেন। সর্বনাশ! এ একটা পথ হল?

প্রস্তাবের সমর্থক-বিরোধী দু'পক্ষই প্রচুর যুক্তি-মশলা সহযোগে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। ভেবেছিলাম সহজেই সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু কথা বলার পর শ্রীকান্তের ''পিলেগ কা ডগ্‌দরি''-র মত এই সহজ ব্যাপারটাই খুবই দুর্বোধ্য জটিল হয়ে পড়ল (প্লেগের ডাক্তারী)। তাই দু'পক্ষের চাঁই দু'জনকে টেলিফোনের কনফারেন্স লাইনে লাগিয়ে দিলাম। তাঁদের সেই বাহাস লিখছি এবার, কিন্তু নাম না দেবার জন্য কসম খেতে হয়েছে। নামের দরকারও নেই, তাঁদের বক্তব্যটাই আসল। ধরে নেয়া যাক ''হ্যাঁ'' হলেন ফতোয়াবাজ-খুনের সমর্থক, ''না'' হলেন ফতোয়াবাজের বিরোধী কিন্তু তাকে খুন করারও বিরোধী।

হ্যাঁঃ- ওদের ওপরে শারীরিক আঘাত হানা ছাড়া আর কোনই উপায় নেই। অন্য উপায় থাকলে ত্বত্ত্ববাগীশি বাক্যনবাবি না করে বাস্তবে কেউ ওদের ঠেকিয়ে দেখাক, এই চ্যালেঞ্জ থাকল।

নাঃ- চ্যালেঞ্জের ব্যাপারই নয় এটা। যে কোন সন্ত্রাসই অনৈতিক, তা সে অন্য সন্ত্রাসের বিপক্ষে হলেও।

হ্যাঁঃ- সন্ত্রাস শব্দটার অপব্যাখ্যা করছেন? বৃটিশও সূর্য্যসেনকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছিল, জাতিসংঘের সন্ত্রাসী তালিকায় নেতাজীর নাম আছে।

নাঃ- ওটা অন্য ব্যাপার। আগুন দিয়ে আগুন নেভানো যায় না। এক সন্ত্রাস দিয়ে অন্য সন্ত্রাসকে দমন করলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তৃতিয় আরেক সন্ত্রাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, একটা মারাত্মক অপসংস্কৃতির জন্ম হবে।

হ্যাঁঃ- এ হল নীতিকথার ফাঁকা বুলি। লাঠি ছাড়া সাপ মারার কোন উপায় কোনদিনই ছিলনা, আজও নেই। খামাখা বাক্য-নবাবি করলে মাঝখান দিয়ে জল্লাদদের হবে পোয়াবারো আর জাতির সোনার সন্তানরা হবেন জবাই।

নাঃ- সেটা দুঃখজনক, কিন্তু অশিক্ষিত জাতি আর অযোগ্য দুর্নীতিপরায়ণ দেশে এটা হবেই।

হ্যাঁঃ- কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে টাস টাস। কিছুদিনের মধ্যেই এ ব্যঙ্গাচি কালনাগীনি হয়ে এমন জাঁকিয়ে বসবে যে সেটা দুর করতে জাতির জান বেরিয়ে যাবে।

নাঃ- জাঁকিয়ে বসার মত শক্তি ওদের দর্শনের নেই। ওরা ইতিহাসের পরাজিত শক্তি, সাম্প্রতিক গোলমেলে বিশ্বে একটু চাগিয়ে উঠেছে, এই যা। সে হিসেবে সাপের সাথে ওদের কিছু মিল থাকলেও অমিলই বেশী।

হ্যাঁঃ- সন্ত্রাসের সাথেও ফতোয়াবাজ-খুনের এ প্রস্তাবের মিলের চেয়ে অমিলই বেশী।

নাঃ- কিন্তু আদালতের বাইরে কারো প্রাণ নিতে পারনা তুমি। এটা একটা সাংস্কৃতিক যুদ্ধ, এখানে গুলী-বন্দুকের স্থান নেই। মানুষকে মানুষের মতই প্রতিরোধ করতে হয়, কুকুর তোমাকে কামড়ালে তাকে কামড়াতে পারনা তুমি।

হ্যাঁঃ- ওটা একটা আপ্তবাক্য ছাড়া কিছু নয়। নিজের প্রাণ রক্ষায় খুনীর প্রাণ নেয়া জায়েজ। আঘাতটা ওরাই আগে করেছে, আমরা ওদের হিংস্রতার শিকার। আমরা একটা মূল্যবোধ বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

নাঃ- খুনোখুনির সাথে মুল্যবোধের প্রাকৃতিক বিরোধ আছে। খুন করে দুনিয়ায় কোনদিন কোন মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

হ্যাঁঃ- হয়েছে। খুনোখুনী করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরুর খুনগুলো ওরাই করেছিল, আমরা বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে খুন করেছিলাম, তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এটাও হুবহু এক, আমরা বাধ্য হচ্ছি অস্ত্র হাতে তুলে নিতে।

নাঃ- বাংলাদেশ একটা দেশ, কোন মুল্যবোধ নয়। বাইরের খুনীদের আমরা তাড়িয়েছি শুধু মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই। ভেতরের খুনীদের তাড়ানো যায় না, ওরাও এদেশেরই নাগরিক।

হ্যাঁঃ- বাইরের খুনী-ই খুনী, ভেতরের খুনী খুনী নয়? সামাজিক খুনীরা খুনী, ধর্মের খুনীরা খুনী নয়?

নাঃ- অবশ্যই সবাই খুনী। কিন্তু চরিত্রের বিস্তর তফাৎ আছে বলেই ধর্মীয় খুনীদের কোন দিনই শাস্তি হয়নি ইতিহাসে। সামাজিক ও ধর্মীয় খুনীদের একভাবে দেখা যায় না, একভাবে বিচার করা যায়

না। ধর্মীয় খুনের অবসান একটা বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া। ইউরোপে সেটা হতে লেগেছে কয়েক শ’ বছর।

হ্যাঁঃ- ঘোড়ার ডিম প্রক্রিয়া। কি হয়েছে পাকিস্তানে? এইসব ফালতু কথা বলে বলেই পুরো পাকিস্তান আজ এক ধর্মোন্মাদ জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশকে ওরকম হওয়া থেকে ঠেকাতে হবে না?

নাঃ- হবে, কিন্তু জাতিকে সেটা চাইতে হবে। পথ দেখানো শুরু করেছে ওই পাকিস্তানই। এত বছরের এত আর্তনাদ হাহাকারের পর মাত্র গত সপ্তাহেই সরকারী কমিশন সরকারকে সরাসরি সুস্পষ্ট প্রস্তাব করেছে হুদুদ আইন বাতিল করার জন্য। ইরাণেও বিপুল গণ আন্দোলন হচ্ছে ওই একই দাবীতে। হুদুদ বাতিল হবেই একদিন, তখন তার প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া পড়বে বাংলাদেশে আর সারা দুনিয়ায়।

হ্যাঁঃ- কবে বাংলাদেশে গণজাগরণ হবে আমরা সে আশায় বসে থাকব, আর জাতির পন্ডিতেরা কচুকাটা হতে থাকবেন? দেশের মানুষ একতরফা শুধু ওদের মধুমাখা মিথ্যে কথাই শুনছে। ওদের বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী সংগঠন নেই, দু’একজন কিছু বলার চেষ্টা করলেই তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওরা। তাহলে গণজাগরণ কিভাবে হবে?

নাঃ- কিভাবে হবে সে প্রশ্নের জবাব এখনি দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সন্ত্রাস বিরোধী। ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হলেও পাল্টা সন্ত্রাসের যাবার জন্য সমাজ তৈরী নয়।

হ্যাঁঃ- সমাজ? এটা একটা পচা সমাজ, রুগ্ন সমাজ। একে ভেঙ্গে গড়তে হবে।

নাঃ- রুগ্ন দেহ বলেই তো ওষুধটা একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে দিতে হবে। একা একা হৈ হৈ করে বন্দুক নিয়ে কোন মোল্লার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মামলা নয় এটা। জাতির মন-মানস তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত ভালো-মন্দ যে কোন চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তন আত্মঘাতি হতে বাধ্য। আর জাতি যেদিন তৈরী হবে, সেদিন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে মুল্যবোধ, কাউকে খুন করতে হবে না।

হ্যাঁঃ- আপনার এই তত্ত্ব-নবাবীটা-ই যত নষ্টের গোড়া। এতে শুধু দলাদলিই হয়, আর নানা মুনির নানা মতে কেবলি বিভেদ বাড়ে। আমরা আরেকটা একাত্তরের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি, আর আপনি বলতে চান ততদিন পর্য্যন্ত ওরা সবাইকে কচুকাটা করতে থাকুক?

নাঃ- সবাইকে কচুকাটা কেউই করতে পারে না। জামাত-বধ আসলে মানুষ-বধ নয়, অপসংস্কৃতি-বধ। কাজটা কোন উত্তপ্ত মাথার তাৎক্ষণিক উল্লম্ফনেও নয় তা সে যতই সৎ বা আকর্ষণীয় হোক। এ অপসংস্কৃতি-বধ তখনই সফল হবে, যখন সমাজ মানসিক দিক দিয়ে পরিবর্তনের জন্য তৈরী হবে।

হ্যাঁঃ- এইসব তত্ত্বকথা দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। ফতোয়াবাজকে ঘৃণা করে,দেশের বেশীর ভাগ লোক কিন্তু আপনারা এইভাবে পানি ঘোলা করেন বলেই কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না। আমাদের এই দুর্বলতাটা ওরা টের পেয়েছে বলেই ওদের স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একটা পাল্টা আঘাত করতেই হবে, নতুবা দেশ গেল গোল্লায়।

কথা শেষ হল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না, কারণ দু’পক্ষেই যুক্তি আছে। কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় যত না যুক্তির তার চেয়ে বেশী উপলব্ধির। আমার জাতি সাধারণভাবে সন্ত্রাস পছন্দ করে না, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হলেও। কিন্তু পরিত্রাণ নেই তার, সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হবেই। পাকিস্তান-ইরাণ-আফগানিস্তানের নারীদের দিকে তাকিয়ে সে এখনি দেখে শিখবে, নাকি ওদের মত ভুগে ভুগে ঠেকে শিখবে তা জানে শুধু নিয়তি।

ফতেমোল্লা
১৬ই জুলাই ৩৩ মুক্তিসন।